সংবাদ

তারিখ ... ৮।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

000051

(মতামতের জন্য ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে বৃত্তির আবেদন

বাংলাদেশে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি যে ধরনের অবহেলা করা হয়, সেটা তৃতীয় বিশ্বের অন্যকোন দেশে হয় কিনা আমার জানা নেই। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত "দৈনিক জাহান" পত্রিকার একজন ক্ষুদে সাংবাদিক হিসেবে সংবাদপত্র জগতে আমি প্রথম প্রবেশ করি।

ইতিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে না পেয়ে 'ডবল ফার্স্ট' ডিভিশন পাওয়া ছাত্র দিলীপ ঘোষ, উত্তীর্ণ ছাত্র যশোরের চুন্নু মিয়া আত্মহত্যা করে জীবন যন্ত্রণা জুড়িয়েছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সে খবর। কলেজ জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে ওরা পারেনি, ওরা পায়নি কোন সরকারী সাহায্য-সহানুভূতি মেধা থাকা সত্ত্বেও, তাই ওরা অকালে ঝরে পড়ল, দেশকে কিছুই দিতে পারল না, এরই নাম কি অদৃষ্ট? সত্যিই কি অদৃষ্ট বলে কিছু আছে?

উল্লিখিত ছাত্রদ্বয়ের মত আমিও একজন হতভাগ্য ছাত্র, ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তির টাকায় পড়াশুনা করেছি। ১৯৮১ সনে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে লেটারসহ পাস করলেও বৃত্তির খবর পাইনি। বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগে পাস করলেও ষ্টাইপেণ্ড দেয়া হয় না অথচ মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ৫০০ নম্বরের কিছু বেশী পেলেই ৪।৫ হাজার টাকার মত বাৎসরিক ষ্টাইপেণ্ড দেয়া হয়। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক সত্যায়িত করে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য সরকার ঘোষিত আর্থিক মঞ্জুরির জন্যে ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডে আবেদন করেছি, নিজে গিয়েছিও কিন্তু অদ্যাবধি আমার শিক্ষা খরচ নির্বাহের জন্যে কোন আর্থিক মঞ্জুরি দেয়া হয়নি।

এমতাবস্থায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের একজন হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতঃ শিক্ষা খরচ নির্বাহের জন্যে স্থায়ীভাবে বৃত্তি প্রদান করার লক্ষ্যে আবেদন জানাচ্ছি।

নারায়ণ সরকার
দ্বাদশ শ্রেণী
হালুয়াঘাট কলেজ,
ময়মনসিংহ।